ভোরের কাগজ

FEB 06 2002

বাঁধের ওপর খোলা আকাশের নিচে পাঁচ শিফটের স্কুল!

শাহজাদপুর প্রতিনিধি : বাঁধের ওপর খোলা আকাশের নিচে শিশুদের কয়েকজনের এক একটি দল আসে, পড়াশোনা করে তারা চলে যায়। তারপর আসে আরেকটি দল। এভাবেই চলে সারাদিন। স্কুল ঘরতো দূরের কথা টেবিল বেঞ্চও নেই। স্থান সংকুলান না হওয়ায় শিশুরা ধাপে ধাপে আসে। এমনই একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সন্ধান মিলেছে শাহজাদপুর উপজেলার পূর্ব কৈজুরী ইউনিয়নের যমুনা সংলগ্ন ঠুটিয়া গ্রামে। স্কুলের নাম ঠুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভয়াল, সর্বগ্রাসী যমুনা নদী ঘেঁষে বঙ্গপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। সেই বাঁধের কোথাও বা আবার নদীগর্ভে বিলীন। সরু বাঁধের উপরে, খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে ৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার পেতে বসে আছে। মনে হয় শীতে রোদ পোহাচ্ছে। কিছুটা দূরে বেশ কিছু এলোমেলো শিশুর দল। মনে হয়েছে মাটিতে কী যেন আঁকি বুকি কাটছে।

জানা গেলো চেয়ারে বসা ২ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা ঠুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রী। আর ঐ এলোমেলো শিশুর দল ছাত্র-ছাত্রী। গত বৃহস্পতিবার তখন দুপুর। অন্যান্য শিক্ষরা জানালেন, প্রধান শিক্ষক নেই, সদরে শিক্ষা অফিসে গেছেন বই তুলতে। শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন যা জানালেন তা রীতিমতো বিস্ময়ের। চারবার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে স্কুলের বর্তমান এই হাল। নদী ভাঙনের সময় ৪৫ ফুট দীর্ঘ টিনের ঘর, আলমারি, আসবাবপত্রসহ চেয়ার বেঞ্চ সবকিছু রক্ষার নামে আগের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম নিজের বাড়িতে তুলে এখন সব অস্বীকার করেছেন। তিনি ঐ স্কুল থেকে অন্যত্র বদলিও হয়েছেন। শোনা গেলো, দিন ও সময় নাকি এখন তার পুরো পক্ষে। কার সাধ্য আর তাকে অভিযুক্ত করে!

আরো জানা গেলো, বাঁধ অত্যন্ত সরু হওয়ায় প্রতিদিন পাঁচ শিফট-এ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। তারা ভোরের কাগজকে অনেক কিছুই জানালেন আরো জানতে চাইলেন শুধু তাদের এই বিস্ময়কর দুর্দশার কথা কেউ জানবে কিনা।